

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سبحانه ما اعظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى
عن الجنس والجهات جعل الكليات والجزئيات الايمان به نعم
التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق

অর্থ: তিনি পবিত্র, তিনার শান কতো বড়, তিনার হদ বয়ান করা যায় না, তিনাকে কল্পনা করা যায় না, তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, তিনি পরিবর্তন হন না, তিনি جنس এবং جهات থেকে মুক্ত, তিনি কليات এবং جزئيات কে সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনা কতই না উত্তম ইমান, এবং তাকে আঁকড়ে ধরা কতই না উত্তম তাওফিক।

والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل
وعلى اله واصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية و
اليقين

আর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই সত্তার উপর যাকে প্রেরণ করা হয়েছে কোরআনের মাধ্যমে যাতে রয়েছে প্রতিটি রোগের সেফা এবং বর্ষিত হোক তার পরিবার পরিজন ও সেই সমস্ত সাহাবায়ে কেরামদের উপর যারা ছিলেন দ্বীনের অনুসরণীয় ব্যক্তি এবং হেদায়েত ও ইমানের পথ প্রদর্শক।

اما بعد فهذه رسالة في صناعة الميزان سميتها بسلم العلوم اللهم
اجعله بين المتون كالشمس بين النجوم

অতঃপর ইহা একটি রিসালা মাস্তেক শাস্ত্র সম্পর্কে আমি তাকে নামকরণ করেছি العلوم سلم করে হে আল্লাহ আপনি তাকে মতন সমূহের মাঝে ঐরূপ মর্যাদা দান করুন যেরূপ মর্যাদা আপনি দান করেছেন সূর্যকে চন্দ্র সমূহের মাঝে।

مقدمة: العلم التصور وهو الحاضر عند المدرك

এলেম হল تصور আর তা হল ঐ বস্তু যা উপস্থিত হয় مدرك এর সামনে।

والحق انه من اجلي البديهيات كالنور والسور

আর সঠিক কথা হল এই যে এলেম بديهي সমূহের মধ্যে হতে সবচেয়ে স্পষ্ট বদিহি نور(আলো) এবং سور(আনন্দ) এর মত।

نعم تنقيح حقيقته عسير جدا

হ্যাঁ তার حقيقته কে পরিষ্কারভাবে জানা খুব কঠিন।

অতএব এলেম যদি خبرية এর اعتقاد অনুযায়ী হয় তাহলে تصديق এবং حکم অন্যথায় খালিস صور

(১) অর্থ আর تصور و تصدیق উভয়টি ادراك এর এমন দুই প্রকার যারা পরস্পর বিপরীত بديهی ভাবে (২)
(২) আর تصور و تصدیق উভয়টি এমন দুই প্রকার যারা পরস্পর বিপরীত ادراك এর কারণে بديهی ভাবে।

হ্যাঁ تصور এর মধ্যে কোন মানা নেই অতএব সে প্রত্যেকটি বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখবে।

এখানে একটি প্রসিদ্ধ اشكال রয়েছে আর তা হলো এই যে علم এবং معلوم উভয়টি সত্তাগতভাবে এক কেননা যখন আমরা تصور এর تصديق করব তখন উভয়টি এক হয়ে যায় অথচ তোমরা বলেছ যে উভয়টি পরস্পর حقيقت এর দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন।

তার সমাধান হলো ঐ পদ্ধতিতে যেই পদ্ধতিতে আমি একক তা হল এই যে اتحاد এর مسألة এলেমটি
صورة علمية এর অর্থে।

কেননা তা যেহেতু অর্জন হওয়া হিসেবে معلوم আর তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া হিসেবে علم

অতঃপর অনুসন্ধান করার পরে জানা গেল যে এইصورةটাই علم হয়ে যায় কেননা ادراكية টি তার وجودذهني
 এর সাথে এমন মিলা মিলে যাপربطকে আবশ্যিক করে এবং যা اتحادকে আবশ্যিক করে যেমন .
 حالت ذوقية .
 টিএর সাথে মিলে ذوقيةصورة হয়ে যায় এবং سمعيةটিএর সাথে মিলে مسموعات

অনুরূপ صورة سمعية হয়ে যায়।

فتلك الحالة الادراكية تنقسم الى التصور والتصديق المتبانين
بحسب حقيقة هما

অতএব ঐ ادراكية حالة টি বন্টিত হয় تصور و تصديق এর দিকে যেই দুইটি حقيقة এর বিবেচনায় পরস্পর বিপরীত।

فتفاوتهما كتفاوت النوم واليقظة العارضتين لذات واحدة فتفكر

অতএব উভয়টির বৈপরীত্য ঘুম এবং জাগ্রত ব্যক্তির বৈপরীত্যের মতো যেই দুইটি এক সত্তা এর সাথে حق হয় অতএব তুমি ভালো করে চিন্তা ফিকির কর।

وليس الكل من كل منهما بديها غير متوقف على النظر والا فانت
مستغنى

تصور এর প্রত্যেকটি এমন نظر নয় যা بديهي এর উপর নির্ভরশীল নয় অন্যথায় তোমার نظر এর প্রয়োজন হতো না।

ولا نظريا متوقفا على النظر والا لدار فيلزم تقدم الشيء على نفسه
بمرتبتين بل مراتب غير متناهية فان الدور مستلزم للتسلسل

আর تصور و تصدیق এর প্রত্যেকটি এমন نظري و নয় نظري এর উপর নির্ভরশীল অন্যথায় دور আবশ্যক হবে আর তখন نفسه على تقدم الشيء দুই لازم مرتبة আসবে বরং একাধিক لازم مرتبة আসবে যা সীমাহীন কেননা دورটি تسلسل কেও আবশ্যক করে।

او تسلسل وهو باطل لان عدد التضعيف ازيد من عدد الاصل وكل
عديين احدهما ازيد من الاخر فزيادة الزائد بعد انصرام جميع احاد
المزيد عليه فان المبدأ لا يتصور عليه الزيادة والاوساط منتظمة
متوالية فحينئذ لو كان المزيد عليه غير متناهية لزم الزيادة في
جانب عدم التناهي وهو باطل وتناهي العدد يستلزم تناهي المعدود
فتدبر

অথবা تسلسل আবশ্যক হবে আর তা বাতিল কেননা বর্ধিত সংখ্যাটি মূল সংখ্যা থেকে বড় আর প্রত্যেক ঐ সংখ্যা যার একটি অন্যটির চেয়ে বড় হয় তাহলে বর্ধিত সংখ্যাটি মূল সংখ্যার সমস্ত ۱۰ শেষ হওয়ার পরেই বৃদ্ধি হবে কেননা মূল সংখ্যার শুরুতে বৃদ্ধি করার কল্পনাই করা যায় না আর মাঝখানের সংখ্যাগুলো পরস্পর সিরিয়াল অনুযায়ী থাকে ও মিলি মিলে থাকে তাহলে সে সময় যদি মূল সংখ্যাটি অসীম হয় তাহলে অসীমের দিকে বৃদ্ধি

করা আবশ্যক হবে আর তা বাতিল আর عدد অসীম হওয়া معدود অসীম হাওয়াকে আবশ্যক করে অতএব তুমি ভালোভাবে চিন্তা ফিকির কর।

ولا يعلم التصور من التصديق ولا بالعكس لان المعرفة مقول و التصور متساوي النسبة

আর মহম্মলটি معرف থেকে জানা যায় না এবং تصديق থেকে تصديق কে تصور আর কেননা معرفটি معرفة আর تصور আর نسبة উভয় দিক দিয়ে نسبة এর মধ্যে বরাবর।

فبعض كل واحد منهما بديهي وبعضه نظري

অতএব تصور আর تصديق এর প্রত্যেকটির কিছু بديهي আর কিছু نظري

والبسيط لا يكون كاسبا

১) নহয় معرف-মفرد ২) নহয় কাসব-بسيط

فلا بد من ترتيب امور للاكتساب وهو النظر والفكر

অতএব অক্সাপ এর জন্য একাধিক বস্তুকে ترتيب দেওয়ার জরুরী আর তা হল نظر এবং فکر

وههنا شك خطب به سقراط وهو ان المطلوب اما معلوم فالطلب تحصيل الحاصل واما مجهول فكيف الطلب

এখানে একটি اشكال হয়েছে যাকে سقراط এর প্রতি সম্বোধন করা হয় তা হলো এই যে المطلوب হয়তো معلুম হবে তাহলে লাভে লাভে আসবে অথবা مجهول হবে তাহলে কিভাবে লাভ করা সম্ভব।

واجيب بانه معلوم من وجه ومجهول من وجه

১) উত্তর দেওয়া হয়েছে এভাবে যে তা একদিক থেকে জানা আর অন্য দিক থেকে অজানা ২) উত্তর দেওয়া হয়েছে এভাবে যে তা আংশিক معلুম আর আংশিক مجهول

فعاد قائلا الوجه المعلوم معلوم والوجه المجهول مجهول

প্রশ্নকারী এ কথা বলতে বলতে ফিরে এসেছে যে জানা বিষয় তো জানা আর অজানা বিষয় তো অজানা।

وحله ان الوجه المجهول ليس مجهول مطلقا حتى يمتنع الطلب فان الوجه المعلوم وجهه أترى ان المطلوب الحقيقة المعلومه

ببعض اعتباراتها هذا

وليس كل ترتيب مفيدا ولا طبعيا ومن ثم ترى الاراء متناقضة فلا بد من قانون عاصم عن الخطا فيه وهو المنطق

وموضوعه: المعقولات من حيث الايصال الى تصور او تصديق

وما يطلب به التصور او التصديق يسمى مطلبا و امهات المطالب
اربع ما وأي وهل ولم

فما لطلب التصور بحسب شرح الاسم فتسمى شارحة او بحسب الحقيقة فحقيقة

واي لطلب المميز بالذات او بالعوارض

وهل لطلب التصديق بوجود شيء في نفسه فتسمى بسيطة او
على صفة فمركبة

করে নামকরণ করা হয়।

ولم لطلب الدليل لمجرد التصديق او للالامر بحسب نفسه

আরম্ভটি শুধু تصديق এর জন্য دليل কে তলব করার জন্য আসে অথবা সত্তাগতভাবে কোন বস্তুর জন্য دليل কে তলব করার জন্য আসে।

واما مطلب من وكم وكيف واين ومتى فهي اما ذنابات للاي او مندرجة في الهل المركبة

আর এর অন্তর্ভুক্ত। অথবা مركبه هل এর تابع اي হয়তো متي-اين-كيف-كم-من আর

التصورات قدمناها وضعا لتقدمها طبعاً فان المجهول المطلق يمتنع عليه الحكم

এর মজহুল মطلق কেননা কারণে হওয়ার কারণে مقدم স্বভাবগতভাবে তা গঠনগতভাবে করেছি مقدم আমি কে تصورات উপর حكم লাগানো নিষিদ্ধ।

قيل فيه حكم فهو كذب وحله انه معلوم بالذات ومجهول مطلق بالعرض فالحكم وسلبه بالاعتبارين وسياتي

বলা হয়েছে মজহুল মطلق শব্দটির মধ্যেও তো حكم রয়েছে অতএব মজহুল মطلق এর উপর হুকুম লাগানো নিষিদ্ধ এ কথাটি মিথ্যা। তার সমাধান হলো এই যে মজহুল মطلق শব্দটির অর্থ আমাদের জানা আর তার افراد গুলো আমাদের অজানা অতএব حكم লাগানো এবং حكم না লাগানো দুইটি দুইটি اعتبار এ বিষয়ে আলোচনা অচিরেই আসবে।

الافادة انما تتم بالدلالة منها عقلية بعلاقة ذاتية ومنها وضعية بجعل جاعل ومنها طبيعية باحداث طبيعة وكل منها لفظية وغير لفظية

অন্যকে ফায়দা পৌঁছানো এবং অন্যকের থেকে ফায়দা গ্রহণ করা কেবলমাত্র দলالت এর মাধ্যমেই পরিপূর্ণ হয়। وضعية (২) এর আরেকটি প্রকার হল(১) عقلية যা সত্তাগত সম্পর্কের কারণে হয়। দলالت এর একটি প্রকার হল(৩) طبيعية যা স্বভাবের সৃষ্টির কারণে হয়। দলالت এর আরো ও একটি প্রকার হল(৪) لفظية এবং لفظية এর প্রত্যেকটিই দলالت এর এই তিন দলالت এর

واذا كان الانسان مدني الطبع كثير الافتقار الي التعليم والتعلم و التعلم وكانت اللفظية الوضعية اعمها واشملها فلها الاعتبار

আর যেহেতু মানুষ স্বভাবগতভাবে শহরে বসবাস করে থাকে এবং শিক্ষা দেওয়া ও গ্রহণের প্রতি খুব বেশি মুখাপেক্ষী হয় আর دلالة لفظية وضعیه তা ব্যাপকভাবে ও পরিপূর্ণরূপে शामिल করে এই জন্য তার বিবেচনা করা হয়েছে।

ومنها ههنا تبين ان الالفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي هي
دون الصور الذهنية او الخارجية كما قيل

এখান থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে **الفاظ** গুলোকে গঠন করা হয়েছে **معني** এর জন্য **مطلقة** **معني** হওয়া হিসেবে **صورت** **ذهنه** অথবা **خارجية** এর জন্য নয় যেমনটি বলা হয়েছে।

فدلالة اللفظ على تمام ما وضع له من تلك اللحيثية مطابقة وعلى جزئه تضمن وهو لازم لها في المركبات وعلى الخارج التزام

অতএব لفظটা তার له معنى موضوع له উপর له معنى موضوعا হিসেবে দলالت করলে مطابق বলে। আর معنى له جزء এর উপর দলالت করলে تضمني বলে আর تضمني مركبه এর মধ্যে مطابق এর জন্য لازم। আর لفظটি له معنى موضوع এর خارج এর উপর দলالت করলে التزامي বলে।

ولا بد من علاقة مصححة عقلية او عرفية

عرفی ہোক اथبا عقلی چاہتا جرقری علاقه مصحه کاکٹ اکا جکنا دلالت التزامی

قليل الالتزام مهجور في العلوم لانه عقلي ونقض بالتضمن

বলা হয়েছে যে *دلالت التزامی* কালামের মধ্যে পরিত্যক্ত কেননা তা *عقلی* আর এই কথাকে *تضمنی* এর দ্বারা ভঙ্গ করা হয়েছে।

ويلزمهما المطابقة ولا عكس

আবশ্যক নয়। التزامى و تضمينى এর জন্য مطابق কিন্তু مطابق এর জন্য تضمينى و التزامى

وكونه ليس غيره مما يسبق الذهن اليه دائما

আর তা **ليس غيرہ** হওয়া এমন লাজেন থেকে নয় যার দিকে যেহেন সর্বদাই ছুটে যায়।

اما التضمنية والالتزامية فلا لزوم بينهما

আর لزوم نہیں۔ دلالت التزامی এবং دلالت تضمنی

মুফরদ হাওয়া এবং মুক্ব্ব হাওয়া বাস্তবে শব্দের সীফাত কেননা যদি শব্দের جزء অর্থের جزء এর উপর বুঝায় তাহলে তা মুক্ব্ব আর তাকে قول এবং مؤلف করে নামকরণ করা হয় অন্যথায় তা মুফরদ

আর مفرد যদি শুধুমাত্র অন্যকে জানার মাধ্যম হয় তাহলে তা أداة

আর সঠিক কথা হল এই যে **افعال ناقصة** গুলি **اداة** এর অন্তর্ভুক্ত কেননা **كان** উদাহরণস্বরূপ তার অর্থ হলো একটি **شيء** অন্য আরেকটি **شيء** রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া তা কেবলমাত্র **كان** কে উল্লেখ করার পরেই হয়।

আর সেগুলিকে كلمات করে নামকরণ করা হয় সেগুলি পরিবর্তন হওয়ার কারণে এবং জামানার উপর বুঝানোর কারণে।

অন্যথায় مفرد যদি তার هیئة এর সাথে জামানা বুঝায় তাহলে তা کلمه, আহলে আরবদের প্রত্যেকটি فعل
মাস্তেকিদের কাছে کلمه নয় কেননা امشي জাতীয় শব্দ فعل কিন্তু তা کلمه নয় তা সত্য এবং মিথ্যার সম্ভাবনা রাখার
কারণে বিপরীতে یمشی

অন্যথায় مفرد যদি তার هیئة এর সাথে জামানা না বুঝায় তাহলে اسم, আর اسم এর خاصه হল محكوم عليه
হাওয়া আর আহলে আরবদের কথা من حرف جر এবং ضرب হল فعل ماض এগুলি দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত করা

যাবে না কেননা এগুলোর মধ্যে لفظ এর উপর হুকুম লাগানো হয়েছে معني এর উপর নয় আর যেই خاصهটি اسم এর সাথে বিশেষিত তা হল معني এর উপর হুকুম লাগানো আর لفظ এর উপর হুকুম লাগানো তো مهملات এর মধ্যেও জারি হয়।

وايضا ان اتحد معناه مع التشخصه جزئي ويدخل فيه المضمرات
واسماء الاشارات فان الوضع فيها وان كان عاما لكن الموضوع له
خاص على ما هو التحقيق

مفرد এর দ্বিতীয় تقسيم হল যদি তার অর্থ এক হয় তাহলে নির্দিষ্টতার সাথে হলে جزئي বলে। আর তাতে
এবং مضمرات اسماء الاشارات অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে কেননা এগুলোর মধ্যে وضع যদিও عام কিন্তু এগুলোর
হল موضوع له বিশেষণ অনুযায়ী।

وبدونه متواط ان تساوت افراده في الصدق والا فمشكك

আর مفرد এর অর্থ নির্দিষ্টতার সাথে না হয়ে যদি তার افراد প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সমান সমান হয় তাহলে তা
مشكك আর যদি সমান সমান না হয় তাহলে তা متواط

وحصروا التفاوت في الاولوية والاولية والشدة والزيادة

তারা বৈপরীত্যকে সীমাবদ্ধ করেছে উত্তমতা, প্রাথমিকতা, প্রচন্ডতা ও আধিক্যতার মধ্যে।

ولا تشكيك في الماهيات ولا في العوارض بل في اتصاف الافراد
بها فلا تشكيك في الجسم ولا في السواد بل في اسود

افراد এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই এবং عوارض এর মধ্যেও কোন বৈপরীত্য নেই বরং এর দ্বারা
গুলো গুণাধিত হওয়ার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে অতএব جسم (অর্থ ৭) এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই এবং
اسود (অর্থ ৭) এর মধ্যেও কোন বৈপরীত্য নেই বরং (অর্থ ৭) এর মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

ومعنى كون احد الفردين اشد من الاخر بحيث ينتزع عنه العقل
بمعونة الوهم امثال الاضعف ويحلله اليها حتى ان الاوهام العامة
تذهب الى انه مؤلف منها فافهم

দুই এর একটি অন্যটির চেয়ে اشد হওয়ার অর্থ হল তা এইভাবে হওয়া যে আকল থেকে وهم এর সাহায্যে
বের করবে اضعف এর একাধিক امثالকে এমনকি জনসাধারণ মনে করবে যে ঐ অশক্তিটি اضعف এর একাধিক
দ্বারা গঠিত। ইহা ভালোভাবে বোঝা।

وان كثر معناه فان وضع لكل ابتداء فمشارك والحق انه واقع حتى

بين الضدين لكن لا عموم فيه حقيقة

আর যদি مفرد এর অর্থ একাধিক হয় তাহলে যদি শুরুতেই প্রত্যেকটি অর্থের জন্য গঠন করা হয় তাহলে তা আর সঠিক কথা হল যে তা কালানুসারে আরবের মধ্যে واقع হয় এমনকি বিপরীত দুই শব্দের মাঝেও واقع হয় তবে তাতে কোন عموم নেই حقيقي ভাবে

والمرتجل قيل من المشترك وقيل من المنقول

আর المرتجل কেউ বলে مشترك এর অন্তর্ভুক্ত আর কেউ বলে منقول এর অন্তর্ভুক্ত

والا فان اشتهر في الثاني فمنقول شرعي او عرف خاص او عام

আর যদি শুরুতেই প্রত্যেকটি অর্থের জন্য গঠন করা না হয় এমত অবস্থায় যদি দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তা عام عرفي অথবা خاص অথবা شرعي

قال سيويه الاعلام كلها منقولات خلافا للجمهور

ইমাম সিবিওয়াইহি (রহ) বলেন সমস্ত নাম হলো منقولات জহুর উলামায়ে কেরাম তাঁর বিপরীত মত পোষণ করেছেন।

والا فحقيقه ومجازا

আর যদি দ্বিতীয় অর্থে প্রসিদ্ধ না হয় বরং প্রথম অর্থে ও দ্বিতীয় অর্থে উভয়টিতেই ব্যবহার হয় তাহলে প্রথম অর্থে ব্যবহার হওয়ার ক্ষেত্রে তা حقیقت হবে আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার হওয়ার ক্ষেত্রে তা مجاز হবে।

ولا بد من علاقة ان كانت تشبيها فاستعارة والا في مجاز مرسل وحصروه في أربعة وعشرين نوعا

মজার জন্য علاقة जरूरी এখন علاقةটি যদি تشبيه হয় তাহলে তা استعارة অন্যথায় তা مجاز مرسل আর তারা ২৪ প্রকারের মধ্যে

ولا يشترط سماع الجزئيات نعم يجب سماع انواعها

মুখ্য শ্রবণ করা শর্ত নয় হ্যাঁ তার قاعده শ্রবণ করা শর্ত।

وعلامة الحقيقة التبادر والعراء عن القرينة

হকীকত এর আলামত হলো জেহেন তার দিকে ছুটে যাওয়া এবং তা থেকে খালি হওয়া।

وعلامة المجاز الاطلاق على المستحيل او استعمال اللفظ في بعض

المسمي كالدابة على الحمار

دابة এর আলামত হলো অসম্ভব বস্তুর উপর প্রয়োগ হওয়া অথবা শব্দকে جزء এর মধ্যে ব্যবহার করা যেমন دابة শব্দটি حمار এর উপর দালাল করা।

والنقل والمجاز او لا من الاشتراك والمجاز او لا من النقل

উত্তম এর চেয়ে উত্তম আর مجازটি منقول এর চেয়ে উত্তম।

والمجاز بالذات انما هو في الاسم واما الفعل وسائر المشتقات والا داة انما يوجد فيها بالتبعية

সমস্ত এর মধ্যে পাওয়া যায় আর فعل এবং তার থেকে সমস্ত অর্থের অর্থের দ্বারা কেবলমাত্র اسم অর্থের দ্বারা পাওয়া যায়।

وتكثر اللفظ مع اتحاد المعنى مرادفة وذلك واقع لتكثر الوسائل و التوسع في محال البدائع

আর অর্থ এক হওয়ার সাথে শব্দ একাধিক হলে তাকে مرادف বলে আর তা কালানুসারে আরবের মধ্যে সংঘটিত হয় মাধ্যম বেশি হওয়ার কারণে এবং علم বদیع এর মধ্যে প্রশস্ততা হওয়ার কারণে।

ولا يجب فيه قيام كل مقام اخر وان كانا من لغة فان صحة الضم من العوارض يقال صلى عليه ولا دعا عليه

- عامل কেননা উভয়টি এক ভাষার হয় আর যদিও উভয়টি এক ভাষার হয় তবে তা আবশ্যিক নয় যদিও উভয়টি এক ভাষার হয় কেননা -
এর সাথে মিলিত হওয়ার শুদ্ধতা এর অস্তিত্ব আর عوارض এর বৈশিষ্ট্য হলো একটি আরেকটির সাথে خاص হওয়া বলা যাবে কিন্তু বলা যাবে না।

هل بين المفرد والمركب ترادف اختلف فيه

এক এবং مركب এর মাঝে ترادف আছে কি নাই এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

والمركب ان صح السكوت عليه فتام خبر وقضية ان قصد به الحكاية عن الواقع ومن ثم يوصف بالصدق والكذب بالضرورة

এর উপর যদি চূপ থাকার সহিহ হয় তাহলে তা তাম আর مركبটি خبر এবং قضية হবে যদি তার দ্বারা واقع সম্পর্কে حکایة করার ইচ্ছা করা হয় এই কারণেই তা তাকে সত্য এবং মিথ্যার গুণে গুণান্বিত করা যায় بديهي ভাবে।

فقول القائل كلامي هذا كاذب ليس بخبر لان الحكاية عن نفسه غير قول والحق انه بجميع اجزائه ماخوذ في جانب الموضوع فالنسبة ملحوظ مجملا فهي المحكي عنها ومن حيث تعلق الايقاع بها ملحوظة تفصيلا فهي الحكاية فانحل الاشكال بجميع تقاريره

হকায়ত কবায়ত কথাকের কথা কاذب هذا كلامي (আমার এই কথাটি মিথ্যা) এই কলটি খবর কেননা নিজের ব্যাপারে হকায়ত করা অযৌক্তিক। আর সঠিক কথা হল এই কলটি তার সমস্ত اجزاء অর্থاً موضوع-মحمول এবং نسبة এই সবগুলি মিলে موضوع এর স্থানে গৃহীত হবে তখন موضوع এর মধ্যে অন্তর্ভুক্তি বিবেচিত হবে অতএব তা محكي হলে আর তাসবিত এর সাথে তাকে واقعه করার সম্পর্ক হিসেবে বিবেচিত হবে অতএব তা হকায়ত হল। অতএব কলটি তার সমস্ত বর্ণনার মাধ্যমে সমাধান হয়ে গেল।

ونظير ذلك قولنا كل حمد لله فانه حمد من جملة كل حمد فالحكاية محكي عنها فتامل فانه جذر اصم

তার দৃষ্টান্ত হলো আমাদের উক্তি كل حمد لله কেননা তা সমস্ত حمد এর সমষ্টি থেকে একটি حمد অতএব এখানে কলটি হল অতএব তুমি ভালোভাবে চিন্তা করো কেননা এটি এমন একটি اشكال যা বধির কোন কিছুই শুনে না

والا فانشاء منه امر ونهي وتمني وترجي واستفهام وغير ذلك

নহি-আমর-আনশ্বা-আর-আনশ্বা এর কয়েকটি প্রকার হলো امر-নهي-ترجي-استفهام-تمني আর যদি তার দ্বারা হকায়ত এর ইচ্ছা করা না হয় তাহলে তা انشاء আর-আনশ্বা এর কয়েকটি প্রকার হলো امر-نهي-ترجي-استفهام-تمني

وان لم يصح فناقص منه تقييدي وانتزاجي وغيره

আর যদি তার উপর চুপ থাকা সহিহ না হয় তাহলে তা ناقص তার থেকে একটি হল তقييدي আরেকটি হল انتزاجي

فصل: المفهوم ان جوز العقل تكثره من حيث تصويره فكلي ممتنع كالكليات الفرضية او لا كالواجب والممكن والا فجزئي

পরিচ্ছেদ: আকল যদি مفهوم এর আধিক্যকে জায়েজ মনে করে তার কল্পনার সময় তাহলে তাকে কলি বলে আর কলি হয়তো মمتنع হবে যেমন فرضية কليات অথবা মمتنع হবে না যেমন واجب এবং ممكن আর যদি আকল এর আধিক্যকে জায়েজ মনে না করে তাহলে তাকে جزئي বলে।

فمحسوس الطفل في مبدأ الولادة وشيخ ضعيف البصر والصورة

الخيالية من البيضة المعينة كلها جزئيات لان شيئا منها لا يجوز العقل تكثرها على سبيل الاجتماع والمراد ههنا

অতএব জন্মের সূচনা লগ্নে বাচ্চার অনুভূতি এবং দুর্বল দৃষ্টি সম্পন্ন বৃদ্ধ ব্যক্তির অনুভূতি এবং নির্দিষ্ট ডিম থেকে অর্জিত আকৃতি এই সবগুলি হল جزئي কেননা এগুলির কোনটির আধিক্যকে আকল সমষ্টিগতভাবে জায়েজ মনে করে না আর সমষ্টিগতভাবে হওয়াটিই কলি এর তারিফের মধ্যে উদ্দেশ্য।

وههنا شك مشهور وهو ان الصورة الخارجية لزيد والصورة الحاصلة منه في اذهان طائفة تصوره كلها متصادقة

এখানে একটি প্রসিদ্ধ اشكال রয়েছে তা হল এই যে زيد এর صورت এবং কিছু সম্প্রদায়ের জেহনে যায়েদের থেকে অর্জিত আকৃতি যাকে তারা কল্পনা করে এসবগুলি একটি আরেকটির উপর প্রযোজ্য হয়।

فان التحقيق ان حصول الاشياء بانفسها في الذهن لا باشباحها وامثالها فتلك الصورة تكثر

কেননা تحقيقي কথা হল এই যে জেহনে সরাসরি বস্তুর حقيقت বস্তু হয় বস্তুর ছায়া ও তার مثل নয় অতএব এ সুরত টি একাধিক।

ومن ههنا يستبين كون الجزئي الحقيقي محمولا وهو الحق

আর এখান থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে محمول টি হয় جزئي حقيقي আর এটাই হলো সঠিক কথা।

ولا يجاب بان المراد من صدقها على كثير انها ظل لها ومنتزع عنها واللازم ههنا ان لها ظلا متعدددا لانها ظل متعدد والمطلوب هو الثاني لان التصادق يصح الانتزاع والظلية ايضا فان الاتحاد من الطرفين

উল্লেখিত اشكال এর জবাব হল এই যে কলি টি তার كثيرة এর উপর প্রযোজ্য হওয়া থেকে উদ্দেশ্য হল যে কলি টি তার افراد كثيرة এর জন্য ظل ومنتزع হওয়া এটা হল قاعدة কিন্তু এখানে قاعدة এর বিপরীত যে বিষয়টি আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে তা হলো এই যে কলি এর জন্যই একাধিক افراد থাকা ফলে তা منتزع হয়ে যাচ্ছে এটা নয় যে কলি টি নিজেই একাধিক افراد হচ্ছে ফলে তা منتزع হবে আর কলি এর তারিফের মধ্যে উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কলি নিজেই একাধিক افراد হওয়া ও منتزع হওয়া। অতএব اشكال এর মধ্যে যেহেতু কায়দার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে এই কারণে এই اشكال টিই করা যাবে না এই হলো উত্তর। মুসান্নিফ (রহ) বলেন এভাবে উত্তর দেওয়া যাবে না কেননা একটি আরেকটির উপর প্রযোজ্য হওয়া এটা সহিহ করে দেয় যে উভয়টি منتزع ও منتزع হওয়া কেননা اتحاد তো দুই তরফ থেকেই হয় সেই ক্ষেত্রে একপর্যায়ে কলি ও তা منتزع হয়ে যাবে যেমনিভাবে তার উত্তর দেওয়া যাবে না।

بل الجواب ان المراد تكثر المفهوم بحسب الخارج فالصورة
الحاصلة من زيد باعتبار الازهان يستحيل ان تتكرر في الخارج
بل كلها هوية زيد

زيد এর সঠিক উত্তর হল এই যে خارج এর বিবেচনায় مفهوم একাধিক হওয়া উদ্দেশ্য। অতএব اعتبار এর থেকে অর্জিত আকৃতি خارج এর মধ্যে একাধিক হওয়া অসম্ভব বরং প্রত্যেকটিই زيد এর একটি নির্দিষ্ট আকৃতি।

واما الكليات الفرضية والمعقولات الثانية فلعدم اشتمالها على
هذية لا ينقبض العقل بمجرد تصورها عن تجويز تكررها في الخارج
حتى قيل ان الكليات الفرضية بالنسبة الى الحقائق الموجودة
كليات هذا

আর কলিয়ার ফরসিয়ার ও মেকুলার দ্বিতীয় উপর সম্বলিত না হওয়ার কারণে আকল শুধুমাত্র এগুলোর
কল্পনার দ্বারা خارج এর মধ্যে এগুলো একাধিক হওয়া জায়েজ মনে করা থেকে বাধা দেয় না এমনকি বলা হয়েছে
যে فرضية কলিয়ারগুলি তার موجودة এর বিবেচনায় كليات । এটি ভালোভাবে গ্রহণ করে নাও

الكلية والجزئية صفة المعلوم وقيل صفة العلم

সম্পত্তি এর علم বলে কেউ কেউ আর صفة এর معلوم হওয়া এবং كليات হওয়া

والجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا

১। معرفة হয় না এবং معرفة হয় না (২) كليات হয় না এবং كليات হয় না

وقد يقال لكل مندرج تحت كلي اخر ويختص بالاضافي كالاول
بالحقيقي

আর কখনো কখনো جزئي বলা হয় প্রত্যেক ঐ বস্তুকে যা অন্য كليات এর অধীনে থাকে আর তাকে اضافي এর
সাথে خاص করা হয় যেমনিভাবে প্রথমটিকে حقيقي এর সাথে خاص করা হয়।

الكليان ان تصادق كليا فمتساويان والا فتفارقا فان كان كليا
فمتباينان وان كان جزئيا فاما من الجانبين فاعم واخص من وجه
او من جانب واحد فقط فاعم واخص مطلق

متساويان দুই كليات যদি পরিপূর্ণ ভাবে একটি আরেকটির উপর প্রযোজ্য হয় তাহলে সেই দুই كليات পরস্পর হবে

অন্যথায় উভয় ক্লি পৃথক হবে তাহলে যদি পরিপূর্ণ ভাবে পৃথক হয় তাহলে সেই দুই ক্লি পরস্পর হবে متبائن আর যদি আংশিক ভাবে হয় তাহলে হয়তো উভয় দিক অর্থাৎ প্রযোজ্য হওয়া বা পৃথক হওয়া উভয় দিক থেকেই আংশিকভাবে হবে তাহলে তা وجه عموم خصوص من وجه আর যদি কেবলমাত্র যেকোনো এক দিক থেকেই আংশিক ভাবে হয় তাহলে তা مطلقا عموم خصوص হবে

واعلم ان نقيض كل شيء رفعه فنقيضا المتساويين متساويان والا فتفارقا في الصدق فيلزم صدق احد المتساويين بدون الاخر هذا خلف

জেনে রাখা দরকার যে প্রত্যেকটি বস্তুর নقيض হল ঐ বস্তুকে উঠিয়ে দেওয়া অতএব দুই متساوي এর নقيض হল নقيض এর متساوي অন্যথায় الصدق في التفارق লাজেম আসবে আর তখন দুই متساوي এর একটি অন্যটি ছাড়া প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যিক হবে। আর এটা হল مفروض خلاف

وههنا شك قوي وهو ان نقيض التصادق رفعه لا صدق التفارق

এখানে একটি শক্তিশালী اشكال রয়েছে তাহলে এই যে متساوي এর নقيض হল رفع التصادق এর নقيض নয়

**وربما يكون نقيض المتساويين مما لا فرد له في نفس الامر
كنقائض المفهومات الشاملة فيصدق الاول دون الثاني**

আর কখনো কখনো দুই متساوي এর নقيض হয় এমন বস্তু থেকে যার কোন فرد বাস্তবে নেই যেমন مفهومات شاملة এর নقيض সমূহ অতএব প্রথম اشكال আবার ফিরে আসবে দ্বিতীয়টি নয়।

**وما قيل في الجواب ان صدق السلب على شيء لا يقضي وجوده
فحينئذ رفع التصادق يستلزم التفارق**

আর জবাব এর মধ্যে যা বলা হয়েছে যে কোন বস্তুর উপর তার নقيض প্রযোজ্য হওয়া তার وجود এর তাকাজা করে না তাহলে সে সময় رفع التصادق কে আবশ্যিক করবে।

**فبعد تسليمه انما يتم اذا كان تلك المفهومات وجودية كالأشياء و
الممكن واما اذا كانت سلبية كالأشياء الباري ولا اجتماع النقيضين
فلا مساغ لذلك فيه فلا جواب الا بتخصيص الدعوى بغير نقائض
تلك المفهومات هذا**

শيء মেনে নেওয়ার পর কেবলমাত্র তখনই জবাবটি পরিপূর্ণ হবে যখন ঐ مفهومات গুলি شامل হবে যেমন الأشياء و الممكن আর যখন ঐ مفهومات গুলি سلبية হবে যেমন الباري এবং اجتماع النقيضين তাহলে এই জবাবটির মধ্যেও কোন সুযোগ নেই অতএব দাবিকে খাস করা ছাড়া কোন জবাব থাকলো না অতএব দুই متساوي এর

দুই নقيض এর মাঝেও تساوي এর نسبة থাকবে এই দাবিটি কেবলমাত্র شامله غير مفهومات এর মধ্যেই প্রযোজ্য হবে। এটি ভালোভাবে বুঝে নাও।

ونقيض الاعم والاختص مطلقا بالعكس فان انتفاء العام ملزوم انتفاء الخاص ولا عكس تحقيقا لمعنى العموم

عموم خصوص مطلق و نقيض عام خصوص হয় তবে তা বিপরীতের সাথে অর্থাৎ যেটা عموم خصوص এর মধ্যে গিয়ে خاص হয়ে যাবে আর যেটা خاص ছিল সেটা عام হয়ে যাবে। কেননা عام নফি হওয়া خاص নফি হওয়াকে আবশ্যক করে এর বিপরীত নয় অর্থাৎ خاص নফি হওয়া عام নফি হওয়াকে আবশ্যক করে না ব্যাপকতার অর্থ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে।

وشكك بان لا اجتماع النقيضين اعم من الانسان مع ان بين نقيضيهما تباينا

এর তবায়ন এর মাঝেও নقيض এর উভয়ের অর্থ عام চেয়েই انسان এটি لا اجتماع নقيضين এইভাবে হয়েছে এটি করা অশকাল সম্পর্ক রয়েছে।

وايضا الممكن العام عام من الممكن الخاص فكل لا ممكن عام لا ممكن خاص وكل لا ممكن خاص اما واجب او ممتنع وكلاهما ممكن عام فكل لا ممكن عام ممكن عام

لا ممكن لا ممكن عام প্রত্যেক عام থেকে অতএব প্রত্যেক عام থেকে ممكن خاص হয় عامটি ممكن عام যে অশকাল দ্বিতীয় আরেকটি ممكن عام অতএব ممكن عام উভয়টি হল অথবা ممتنع হবে অথবা واجب হয় তাই لا ممكن خاص প্রত্যেক عام ممكن عام হল প্রত্যেক عام ممكن عام

والجواب ما مر من التخصيص

مفهومات غير এটা বলা যে এভাবে করে অর্থাৎ দাবিকে খাস করে এভাবে বলা যে এটা غير مفهومات দুটির উত্তর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে অশকাল উল্লিখিত হয় এর মধ্যে নقيض এর شامله হবে।

وبين نقيضي الاعم والاختص من وجه تباين جزئي كالتباينين وهو التفارق في الجملة لان بين العينين تفارقا فحيث يصدق عين احدهما يصدق نقيض الآخر

نسبت এর মাঝেও متباينين দুই যেমনিভাবে তবায়ন جزئي হল نسبت এর মাঝেও দুই নقيض এর عموم خصوص من وجه হয় তাই التباين আর التباين جزئي في الجملة অর্থাৎ দুই كلي এর প্রত্যেকটি অন্যটি ছাড়া কখনো কখনো

প্রযোজ্য হওয়া। কেননা দুই কলি এর عين এর মাঝেই তো تفارق রয়েছে। অতএব যেখানে দুই কলি এর একটির عين
প্রযোজ্য হবে সেখানে অন্যটির نقیض ও প্রযোজ্য হবে

وهو قد يتحقق في ضمن التباين الكلي كاللا حجر والاحيوان
والانسان والا ناطق

[illegible]

وقد يتحقق في ضمن العموم من وجه كالأبيض والانسان و
الحجر والحوان

[illegible]

وهنا سوال وجواب على طبق ما مر

আর وجه من ووجه عموم এবং দুই متبائن এর تقيض এর মাঝেও سوال এবং جواب রয়েছে পূর্বে
 অতিবাহিত سوال এবং جواب এর ন্যায় অর্থাৎ এটি شامله غير تقيض এর মধ্যেই প্রযোজ্য হবে।

ثم الكلي اما عين حقيقة الافراد او داخل فيها تمام المشترك بينها وبين نوع اخر او لا ويقال لها ذاتيات وربما يطلق الذاتي بمعنى الداخل او خارج يختص بحقيقة او لا ويقال لهما عرضيات

অতঃপর ক্লি হয়তো তারাদক্লি এর حقیقت এর عین হবে তাহলে তাকে نوع বলে অথবা ক্লি হয়তো তার نوع এর মাঝে এবং অন্য نوع এর মাঝে مشترك تمام ভাবে দাখিল হবে তাহলে তাকে جنس বলে অথবা ক্লি টি অন্য نوع এর মাঝে مشترك ভাবে দাখিল হবে না তাহলে তাকে فصل বলে আর এই তিনটিকে ذاتیات বলে আর কখনো কখনো ذاتی কে داخل এর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অথবা ক্লি হয়তো তার افراد এর حقیقت থেকে خارج হয়ে এক হাকিকত বিশিষ্ট افراد এর সাথে খাস হবে তাহলে তা خاصة আর এক হাকিকত বিশিষ্ট افراد এর সাথে খাস না হলে তাকে عام عرض বলে।

والجمهور على ان العرض غير العرضي وغير المحل حقيقة

আর জমহুররা এই মত পোষণ করেছেন যে عرضটি عرضي এবং محلও নয় হাকিকিভাবে।

قال بعض الافاضل طبيعة العرض لا بشرط شيء عرضي وبشرط
شيء المحل وبشرط لا شيء العرض المقابل للجوهر

মহল হল শর্ত আর شيء عرضي হলে لا بشرط شيء عرضي বলেন আলামা দাওয়ানী(র) অর্থাৎ বিজ্ঞ ব্যক্তি কিছু
মقابل এর জোহর যা عرض হলে بشرط لا شيء আর

ولهذا صح النسوة اربع والماء ذراع

এজন্যই তো সহিহ আছে এভাবে বলা যে النسوة اربع (মহিলা চারজন) এবং الماء ذراع (পানি এক হাত)

ومن ثم قال ان المشتق لا يدل على النسبة ولا على الموصوف لا
عاما ولا خاصا بل معناها هو القدر الناعت وحده هذا هو الحق

এই কারণেই নানিই محقق বলেন যে نسبتটি مشتق এর উপর দালালত করে না এবং মوصوف এর উপর ও দালালত
করে না চাই মوصوفটি عام হোক আখবা خاص হোক বরং তার অর্থ হল শুধুমাত্র وصف আর এটাই হল সঠিক কথা।

ويؤيده ما قال ابن سينا وجود الاعراض في انفسها وجودها
لمحالتها

আর ابن সিনা যা বলেছেন তা محقق নানিই কে শক্তিশালী করে তা হলো এই যে
সত্তাগতভাবে اعراض এর وجود হওয়া মানে اعراض টি তার محل এর মধ্যেই হওয়া।

والذين جاهدوا
فينا لنهديهم سبلنا